বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৭/০৯

তারিখঃ ২৩ নভেম্বর ২০১৭

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ
www.berc.org.bd

সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
৩	আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	২
৪	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৫	কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন	২
৬	গণশুনানি	৪
৭	শুনানি-পরবর্তী মতামত	১৩
৮	কমিশনের পর্যালোচনা	১৬
৯	একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা	২০
১০	মূল্যহার আদেশ	২২
১১	নির্দেশনা	২২
পরিশিষ্ট-'ক'	পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার	২৫

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪ অনুসারে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী-কে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার আদেশ # ২০১৭/০৯ অদ্য ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে জারী করা হলো। আবেদন, গণশুনানি এবং কমিশনের পর্যালোচনার নিরিখে বিউবো এর আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো।

১. ভূমিকা

১.১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) বাংলাদেশের পাওয়ার মার্কেটে বিদ্যুতের একক ক্রেতা (Single Buyer) হিসাবে কাজ করে আসছে। বিউবো একক ক্রেতা হিসাবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিমিটেড (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি), নর্থ ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল), ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারস (আইপিপি), স্মল পাওয়ার প্রডিউসারস (এসপিপি), রেন্টাল ও ক্যুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টস (আরপিপি) কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয় করে এবং প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে। এছাড়া বিউবো নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে। বিউবো ক্রয়কৃত/উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলসমূহ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহ, ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (নেসকো) এর নিকট বিক্রয় করে।

১.২ বিইআরসি আইনের ধারা ৩৪(৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০০৮ মোতাবেক পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) কমিশনে আবেদন করে।

১.৩ কমিশন আইনে বর্ণিত বিচারিক প্রক্রিয়ায় শুনানি অনুষ্ঠানসহ ট্যারিফ নির্ধারণ এবং পালনীয় নির্দেশনা সম্বলিত আদেশ জারীর মাধ্যমে বিউবো এর আবেদনে উপস্থাপিত বিষয়সমূহের নিষ্পত্তি করা হলো।

২. আবেদনের সার-সংক্ষেপ

২.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্সী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিদ্যমান পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ১৪.৭৮% বৃদ্ধির জন্য কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে বিউবো পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের যৌক্তিকতা হিসাবে তরল জ্বালানির (ফার্নেস অয়েল এবং ডিজেল) ব্যবহার বৃদ্ধি, বেসরকারি খাত হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং জ্বালানি ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, ট্যারিফ ঘাটতি পূরণে সরকার থেকে ভর্তুকির পরিবর্তে প্রদত্ত ঋণের সুদ, তুলনামূলক কম মূল্যহারে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহ (পবিস) কর্তৃক বেশী বিদ্যুৎ গ্রহণের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পাওয়ায় গড় বাল্ক মূল্যহার হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি কারণ উল্লেখ করে।

২.২ আবেদন মোতাবেক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিউবো এর বাল্ক সরবরাহ ব্যয় ৫.৫৯ টাকা/কি.ও.ঘ., বর্তমান গড় বাল্ক ট্যারিফ ৪.৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং ট্যারিফ ঘাটতির পরিমাণ ০.৭২ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিউবো কর্তৃক প্রাক্কলিত বাল্ক সরবরাহ ব্যয় ৫.৯৯ টাকা/কি.ও.ঘ., গড় বাল্ক ট্যারিফ ৪.৯০ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং ট্যারিফ ঘাটতির পরিমাণ ১.০৯ টাকা/কি.ও.ঘ.। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাক্কলন মোতাবেক বিউবো এর প্রস্তাবিত গড় বাল্ক ট্যারিফ বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় প্রায় ২২%।

৩. আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

৩.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিউবো এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে।

৩.২ বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ/পরিবর্তনের আবেদনপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০০৮ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) মোতাবেক মূল্যায়নের নিমিত্ত কমিশন 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)' গঠন করে।

৪ কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৪.১ কমিশন ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের সভায় বিউবো এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং তা মূল্যায়নের জন্য TEC-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৪.২ বিউবো এর আবেদনের ওপর কমিশন ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১০.০০ টায় টিসিবি অডিটোরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় ও স্থান ধার্য করে।

৫. কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন

৫.১ TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আবেদনপত্র মূল্যায়ন করে। প্রদত্ত সূচক অনুসরণ করে রাজস্ব চাহিদা (revenue requirement) নিরূপণ করে।

৫.২ বিউবো ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সাময়িক এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে TEC ২০১৬-১৭ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ বিবেচনা করে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৫.৩ TEC মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ প্রিন্সিপ্যাল, বিগত চার বছরের প্ল্যান্টভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ, বাৎসরিক চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি পর্যালোচনাক্রমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিউবো এর নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রাক্কলন করে ৬১,০২১ মিলিয়ন কি.ও.ঘ., যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় ১০.২৫% বেশি।

৫.৪ TEC বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে পেইড আপ ক্যাপিটালের ওপর ২% হারে, অন্যান্য ইক্যুইটির ওপর সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের ২(দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের হার (জানুয়ারি ২০১৭) ৪.৪৪% এবং ঋণের ওপর প্রকৃত সুদের হার বিবেচনা করে। সে মোতাবেক TEC বিউবো এর রিটার্ণ অন রেট বেজ ৭,২৮১ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে।

৫.৫ TEC বিদ্যুৎ গ্রাহক শ্রেণিতে ১ জুন ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ঘনমিটারপ্রতি ৩.১৬ টাকা, বিপিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত ফার্নেস অয়েলের মূল্য লিটারপ্রতি ৪২ টাকা ও ডিজেলের মূল্য লিটারপ্রতি ৬৫ টাকা, সরাসরি আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েলের মূল্য লিটারপ্রতি ৩০ টাকা এবং কয়লার মূল্য মেট্রিকটনপ্রতি ১০,১৪০ টাকা বিবেচনা করে।

TEC এর প্রাক্কলন মোতাবেক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিউবো এর নিজস্ব জ্বালানি ব্যয় ৩৭,৪২৫ মিলিয়ন টাকা, জনবল, অফিস এবং সাধারণ ও প্রশাসনিক ব্যয় খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষিত ব্যয়ের চেয়ে ৫% অধিক, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রকৃত ব্যয় এবং বিউবো এর প্রস্তাবিত ব্যয়ের ভিত্তিতে ৩,৫৫০ মিলিয়ন টাকা, পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের ওপর ধার্যকৃত অবচয় বাবদ ১,১১৩ মিলিয়ন টাকা বাদ দিয়ে এবং শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টের সংযোজিত সম্পদের ওপর ছয় মাসের অবচয় বিবেচনা করে অবচয় খাতে ১১,৪১২ মিলিয়ন টাকা, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি খাতে সাম্প্রতিকসময়ে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ভিত্তিতে ৫০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় বিবেচনাসহ বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ করে ৬২,৮০৩ মিলিয়ন টাকা।

TEC তরল জ্বালানি চালিত প্ল্যান্টের গড় প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ৩৭% বিবেচনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এপিএসসিএল, ইজিসিবি, এসবিইউ হরিপুর, নওপাজেকো, আরপিসিএল, বিউবো-আরপিসিএল থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করে যথাক্রমে ২১,৪০৭, ১১,৮৮৯, ৬২৭, ২১,৮৪৯, ২,৭১২ এবং ৬,১১৭ মিলিয়ন টাকা। আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল এবং ক্যুইক রেন্টাল থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় প্রাক্কলন করে যথাক্রমে ৯৬,১১১, ১,৫২৫, ৯,৮৫৫ এবং ৪৮,৯০৯ মিলিয়ন টাকা। ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের ইউনিটপ্রতি ব্যয় যাচাই বছরের অনুরূপ অর্থাৎ ৫.৯১ টাকা/কি.ও.ঘ. হিসাবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এখাতে TEC এর প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯,০৩৮ মিলিয়ন টাকা। TEC ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ থেকে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সৃষ্টির সময়কালীন বাল্ক মূল্যহারের ৫.১৭% বা ০.১৩৫ টাকা/কি.ও.ঘ. সংস্থানের ভিত্তিতে উক্ত ফান্ডে ৮,০১৫ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করে।

TEC যাচাইবর্ষ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আয়ের ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিউবো এর অন্যান্য পরিচালন আয় বাবদ ৭,১০০ মিলিয়ন টাকা প্রাক্কলন করে। TEC এর প্রাক্কলন মোতাবেক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিউবো এর নীট রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (মোট রাজস্ব চাহিদা থেকে অন্যান্য পরিচালন আয় বাদ দিয়ে) ৩,২১,০৩৮ মিলিয়ন টাকা বা ৫.৪১ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে মোতাবেক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিউবো এর ঘাটতি ০.৫৭ টাকা/কি.ও.ঘ.।

TEC নিম্নোক্ত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক আদেশ/নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেঃ

ক) দেশে এলএনজি আমদানি শুরু হওয়ার পর দ্রুততার সাথে ডুয়াল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;

খ) ৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত বিউবো এর মালিকানাধীন ডিজেলভিত্তিক ১৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি গ্যাস টারবাইন প্ল্যান্টসমূহের (ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট, সৈয়দপুর ২০ মেগাওয়াট, রংপুর ২০ মেগাওয়াট এবং বরিশাল গ্যাস টারবাইন ৪০ মেগাওয়াট) ইকনোমিক লাইফ সমাপ্ত হওয়ায় এবং ইতোমধ্যে ৮-১০ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন দক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় optimize করার স্বার্থে উক্ত পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ অবসরে পাঠানো;

গ) মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ প্রিন্সিপ্যাল অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ডিসপ্যাচ সম্পন্ন করা, ফ্রি-গভার্নর অব অপারেশন মোডে বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তরল জ্বালানি নির্ভর প্ল্যান্ট পরিহার করে গ্যাস ভিত্তিক সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্বাচন করা;

ঘ) বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো এর সাথে ডেলিভারি পয়েন্ট নির্ধারণ করে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করার আবশ্যকতা;

ঙ) গ্রীড নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও স্ট্যাবিলিটি সাপেক্ষে বিতরণ সংস্থার নিজস্ব সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক গ্রীড নেটওর্য়াক থেকে ১৩২ কেভি লেভেলে পাইকারি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় নির্ধারণ হওয়া বাঞ্চনীয়।

৬. গণশুনানি

৬.১ কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে বিইআরসি এর ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিউবো কর্তৃক দাখিলকৃত পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন সম্পর্কে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এছাড়া বিইআরসি এর ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০৫(৪)/বিউবো/৪৩৮১ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা-কে কমিশনে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্তকরণ ও শুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৬.২ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেএমইএ) এবং সম্মিলিতভাবে সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাংলাদেশ আমজনতা ইনসাফ পার্টি ও গণমোর্চা পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার বিষয়ে শুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণ করে।

ক্যাব ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে দাখিলকৃত শুনানি পূর্ববর্তী মতামতে উল্লেখ করে যে, বিউবো এর প্রস্তাবে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২৬ পয়সা, ভর্তুকির সুদ বাবদ ২১ পয়সা, পাইকারি বিদ্যুতের দাম হারে ঘাটতি ৫ পয়সা এবং তেলের দরপতন সমন্বয়কৃত দামহারে ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে মেঘনাঘাট আইপিপিতে ডিজেল ব্যবহারে ঘাটতি ১৪ পয়সা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, আয় হারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি গ্রাহক পর্যায়ে ১৩২ কেভি লেভেলে বিদ্যুৎ বিক্রিতে উদ্বৃত্ত আয় ৮ পয়সা এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর জরিমানা আদায় বাবদ আয় ৪ পয়সা। সর্বমোট এই ৭৮ পয়সা প্রস্তাবিত দাম হার বৃদ্ধিতে সমন্বয় হলে উদ্বৃত্ত হয় ৩২১ কোটি টাকা। এতে করে বিউবো এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুতের মূল্যহার ৭২ পয়সা বৃদ্ধির প্রস্তাবের পরিবর্তে ৬ পয়সা কমানো যায় মর্মে ক্যাব উল্লেখ করে। ক্যাব লিখিত মতামতে তেলের দরপতন এবং অযৌক্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সমন্বয় করা হলে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় সবমিলিয়ে ১.৩২ টাকা/কি.ও.ঘ. কমানোর আবেদন করে এবং পৃথক শুনানির আবেদন জানায়। এমসিসিআই তাদের লিখিত মতামতে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধি না করার দাবি জানায়। ডিসিসিআই লিখিত মতামতে জানায় যে, cogeneration/Combined Heat and Power (CHP) হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি জ্বালানি দক্ষ tool, যা সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টে ব্যবহারপূর্বক বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া বিউবো এর নতুন স্থাপিত প্ল্যান্টসমূহে সরাসরি আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েল ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় বছরে ২,৪০৭ কোটি টাকা হ্রাস করা সম্ভব। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হলে ক্যুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা হ্রাস করা সম্ভব। বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি আমলে নিয়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার জন্য কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানায়। বিজেএমইএ আর্ন্তজাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ৬০% হ্রাস পাওয়া সত্বেও বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত নয় উল্লেখপূর্বক বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধি না করার অনুরোধ জানায়। সম্মিলিতভাবে সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাংলাদেশ আমজনতা ইনসাফ পার্টি ও গণমোর্চা হতে জানায় যে, বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোকে ফার্নেস অয়েল সরবরাহ করে এবং দুর্নীতি ও সিস্টেম লস বন্ধ করে বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব।

৬.৩ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটোরিয়ামে বিউবো এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চার জন সদস্য উক্ত শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

শুনানিতে আবেদনকারী বিউবো; কৃষি মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন; পাওয়ার সেল এর জনাব মোঃ আবদুর রউফ; কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি; কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ড. শামসুল আলম ও স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন; বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স; ওয়ার্কাস পার্টি এর জনাব জাহাঙ্গীর আলম ফজলু ও জনাব ফজলে হোসেন বাদশা; গণসংহতি আন্দোলন এর জনাব জোনায়েদ সাকি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন এর জনাব হাসিন পারভেজ ও জনাব এ কে এম আলমগীর খান; এমসিসিআই এর জনাব এম আবদুর রহমান; বিকেএমইএ এর জনাব শুভাশীষ পাল ও জনাব মোঃ সজিব হাসান; বিদ্যুৎ গ্রাহক ও সেচ মালিক সমিতি এর জনাব মাসুদুর রহমান ও জনাব আসাদুজ্জামান; পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর জনাব মোঃ ইকবাল আজম, জনাব বজলুল মুনীর, জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, জনাব সাইফুল হক, জনাব তানভীর আহম্মদ, জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম ও জনাব শাহবুন নুর রহমান; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর জনাব অন্জন কান্তি দাস, জনাব মোঃ হোসেন পাটোয়ারী ও জনাব কে এম নঈম খান; ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) এর জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ; ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো) এর জনাব নূর মুহম্মদ, জনাব এস এম হাবিবুর রহমান, জনাব এ কে এম মহিউদ্দিন, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, জনাব মোঃ আলমগীর হোছাইন, ও জনাব এস এম আতিকুল ইসলাম; ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর জনাব রবীন্দ্রনাথ দত্ত; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক ড. জেবউন্নেসা; Energy & Power পত্রিকার Contributing Editor জনাব আব্দুস সালেক সূফী; স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষগণের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক দিকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ পালনীয় হিসেবে বর্ণনা করেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব আবেদনকারী বিউবো কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করে বিউবো এর চেয়ারম্যান জনাব খালেদ মাহমুদ এর নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী দলটিকে তাদের আবেদন উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

বিউবো এর চেয়ারম্যান জনাব খালেদ মাহমুদ তাদের আবেদনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় দুই ধাপে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, গত বছরের তুলনায় অধিক তরল জ্বালানি ব্যবহার ও মূল্য বৃদ্ধি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন কারণে যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে না পারায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, গ্যাস স্বল্পতার জন্য গড়ে প্রায় ১২০০-১৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ থাকলেও ফিক্সড কস্ট চলমান থাকায় ব্যয় বৃদ্ধি, এক্সচেঞ্জ রেট বৃদ্ধি, ভর্তুকির পরিবর্তে ঋণ প্রাপ্তি, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে দক্ষতার সাথে মেরিট অর্ডার ডেসপাচ অনুসরণ করতে না পারা, বিতরণ ইউটিলিটিসমূহ কর্তৃক যথাযথভাবে ডিমান্ড সাইড লোড ম্যানেজমেন্ট না করতে পারা, প্রতিবছর ট্যারিফ সমন্বয় না হওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে। বিউবো এর মহাব্যবস্থাপক জনাব কায়সার আমীর আলী অতঃপর বিউবো এর প্রস্তাবের সপক্ষে তথ্য-উপাত্ত এবং যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন গণশুনানিতে পেশ করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

জেরা পর্বের শুরুতে সিপিবি এর প্রতিনিধি জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স কমিশনকে দাম কমানোর ওপর শুনানি গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি জনস্বার্থ বিবেচনাপূর্বক সমাজের ওপর বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির কীরূপ প্রভাব পড়বে সেটি বিবেচনা করা উচিত মর্মে মন্তব্য করেন। রেন্টাল/কুইক রেন্টাল সাময়িক সময়ের জন্য করা হলেও কেন চুক্তি নবায়ন করা হচ্ছে সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন রাখেন। তিনি আরও বলেন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে চালু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ বিকল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে, সরকারিখাতে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার ফলে যে বাড়তি খরচ হচ্ছে তার ব্যয়ভার জনগণকে বহন করতে হচ্ছে। জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতো না। তিনি বলেন, বিউবো-কে রক্ষা করতে হবে-বিদ্যুতের ট্যারিফ বৃদ্ধি করে নয় অন্য উপায়ে দাম সমন্বয় করে।

ক্যাব প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. শামসুল আলম এর প্রশ্নের জবাবে বিউবো মেঘনাঘাট পাওয়ার প্ল্যান্টে ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে ডিজেল ব্যবহার করায় রাজস্ব ঘাটতি ৯ পয়সা, পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জ বাবদ আদায় ইউনিটপ্রতি ৪ পয়সা সঠিক বলে উল্লেখ করে। ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় না করে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। উৎপাদন খরচ বিবেচনায় যদি দাম বাড়ানো হয় তাহলে রেন্টাল ও ক্যুইক রেন্টালের কোনো প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন রাখেন। যেহেতু জ্বালানি তেলের দাম আর্ন্তজাতিক বাজারে কমছে সেহেতু বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিকতা নেই। তরল জ্বালানি ক্রয়-বিক্রয় হয় পরিমাপের ভিত্তিতে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির হিসাব করা হয় ক্যালোরিভিক ভ্যালুতে। ফলে, চাহিদার তুলনায় ব্যবহৃত জ্বালানির পরিমাণ কম হওয়ায় উদ্বৃত্ত থাকে।

বিপিসি এর তেলের গুণাগুণ নিয়ে ব্যক্তি খাতের অভিযোগ থাকলেও বিউবো এর কোনো অভিযোগ নেই। বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডের অর্থ ব্যবহার না থাকায় সে অর্থ নবগঠিত নওপাজেকো-কে দেয়া হচ্ছে। স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বিইআরসি এর আদেশ প্রতিপালন না হওয়ার বিষয়ে বিউবো এর প্রতিনিধি বলেন, বিউবো বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের মেরিট অর্ডার তৈরী করে এনএলডিসিতে প্রেরণ করে। এনএলডিসি সঞ্চালন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সাধারণতঃ উক্ত মেরিট অর্ডার অনুসরণ করে থাকে। তবে কিছু ব্যত্যয় থাকতে পারে যা উন্নত সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে এনএলডিসিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে মেরিট অর্ডার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব। ক্যাব প্রতিনিধি ভর্তুকি দেওয়ার জন্য কমিশন থেকে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সেটা কেন সরকার প্রতিপালন করলো না, বিষয়টি জানতে চান। বিউবোকে রক্ষার নামে জনগণের নিকট থেকে অর্থ আদায় যৌক্তিক নয় মর্মে উল্লেখ করেন। ক্যাব প্রতিনিধি আরো বলেন, সরকার ভর্তুকি না দিলে উচ্চ আদালতে যাওয়া হবে।

গণসংহতি আন্দোলনের জনাব জোনায়েদ সাকি জানতে চান, বিউবো এর বিদ্যুৎ ক্রয়ের মধ্যে সৌর বিদ্যুতের পরিমাণ কত? জবাবে বিউবো জানান, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ ক্রয়ের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ নেই। তিনি বলেন, বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির অর্থ জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। স্বল্প আয়ের মানুষের ওপর বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির বিষয়ে ক্যাব যে সকল যুক্তি দেখিয়েছে, তাতে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির কোনো অবকাশ নেই। এছাড়া, সাম্প্রতিক সময়ের বন্যা ও রোহিঙ্গা সমস্যার কারণে এ মুহূর্তে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি সমীচীন নয়। এছাড়া, তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় বিউবোকে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান।

সিএনজি এসোসিয়েশনের যুগ্ম মহাসচিব বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজি-তে রূপান্তরের জন্য ব্যয়ের বড় একটি অংশ বিদ্যুৎ বিল। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে আনুপাতিক হারে সিএনজি অপারেটর মার্জিন বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি হলে সিএনজি'র দাম এবং গণপরিবহণের ভাড়া বাড়বে।

বাংলাদেশ দেশপ্রেমিক পার্টির প্রতিনিধি বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধ করে তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হলে বিদ্যুতের মূল্যহার কমানো সম্ভব হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো বলেন, বিউবো বিতরণ কোম্পানীসমূহের পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। ওজোপাডিকো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে। এছাড়া এ অঞ্চলে তেমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। তিনি বাপবিবো এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করেন।

গাইবান্ধা জেলা সেচ মালিক সমিতি প্রতিনিধি জনাব মাসুদুর রহমান মাসুদ বিউবো এর দুর্নীতি বন্ধের ওপর জোর তাগাদা দেন। তিনি বলেন, দুর্নীতি কমলে মূল্যহার বৃদ্ধির কোনো দরকার হবে না।

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন বলেন, বিউবো জনগণের প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন বিউবো মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদনের সাথে যদি তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো লিখিতভাবে কমিশনের নিকট উপস্থাপন করে তাহলে জনগণ তাদের সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি আরও বলেন, বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে গিয়ে বিউবো-কে কৃত্রিমভাবে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন, প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে বিদ্যুতের মূল্যহার বাড়ানোর চেয়ে কমানো উচিত।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক ড. জেবউন্নেছা বলেন, কতিপয় বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছে না। এনএলডিসি সঠিকভাবে মেরিট অর্ডার ডিসপাচ প্রিন্সিপ্যাল অনুসরণ করছে না। কতিপয় বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী এবং এনএলডিসি এর দায়ভার সাধারণ গ্রাহকদের ওপর চাপানো সমীচীন নয়। তিনি আরও বলেন, যথাযথভাবে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়ন করতে হবে। আলোচনা ছাড়া ডেলিভারি পয়েন্ট পরিবর্তন মোটেই যৌক্তিক নয়।

Energy & Power পত্রিকার Contributing Editor জনাব আব্দুস সালেক সূফী বলেন, পেট্রোবাংলা হতে বিউবো প্রতিদিন যে পরিমাণ গ্যাস পায় তা দিয়ে কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো হলে ৮,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বিউবো এর পুরাতন ও অদক্ষ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে উৎকৃষ্ট মানের উৎপাদন কেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। বিউবো বর্তমান উৎপাদন শুধুমাত্র গ্যাসভিত্তিক প্ল্যান্ট দিয়েই মেটানো সম্ভব। বিইআরসি এর আদেশে গঠিত গ্যাস উন্নয়ন তহবিল এবং বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডের অর্থ ব্যয়ে বিইআরসি এর নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। জনাব সূফী আরও বলেন, বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে ২০১০ সালে যে মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছিল তাতে তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুপাত উল্লেখ ছিল মাত্র ৫%। অথচ সে পরিকল্পনা অনুসরণ না করে বর্তমানে অনেক বেশি তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

৬.৪ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, least cost এবং quality power supply এর জন্য কমিশন আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৬.৫ বিভিন্ন ভোক্তা প্রতিনিধি ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণ পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির পরিবর্তে কমানোর আবেদনের ওপর গণশুনানির অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানায়।

৬.৬ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ডিপিডিসি এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি চলাকালে কমিশন পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার কমানোর জন্য ক্যাবের বর্ণিত আবেদনের ওপর ৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় টিসিবি অডিটরিয়ামে গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান ঘোষণা করে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলকে উক্ত গণশুনানিতে উপস্থিত হয়ে তাদের মূল্যবান বক্তব্য/মতামত প্রদানের আহ্বান জানায়। এছাড়া বিইআরসি এর ২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০৫(৪)/বিউবো/৫১২৫ এর মাধ্যমে উক্ত গণশুনানিতে বিউবো, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন সংস্থা/কোম্পানীসমূহকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয় এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে গণশুনানির বিষয়ে অবহিত করা হয়।

৬.৭ ৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটোরিয়ামে পাইকারি (বাল্ক) মুল্যহার কমানোর জন্য ক্যাব কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চার জন সদস্য উক্ত শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

গণশুনানিতে আবেদনকারী কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ড. শামসুল আলম ও স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন; বিউবো এর প্রতিনিধিবৃন্দ; কৃষি মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন; বিদ্যুৎ বিভাগ এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম; পাওয়ার সেল এর জনাব মোঃ আবদুর রউফ; কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি; গবেষক ও কলাম লেখক জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ; বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স ও জনাব লুনা নুর; বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টি এর জনাব জাহাঙ্গীর আলম ফজলু ও জনাব ফজলে হোসেন বাদশা; সামাজিক রাজনৈতিক

আন্দোলন এর মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও জনাব এম এম মাসুদ; বিল্লবী ওয়ার্কস পার্টি এর জনাব সাইফুল হক ও জনাব মীর মোফাজ্জেল হোসেন; বাসদ এর জনাব ইমরান হাসিব রুমন; যুব ইউনিয়ন এর জনাব সেকেন্দার হায়াৎ; সাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এর জনাব আলমগীর হোসেন সুজন; বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর জনাব আব্দুস সাত্তার ও কেয়ার (CARE) এর জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম; গণসংহতি আন্দোলন এর জনাব জোনায়েদ সাকি, জনাব আবুল হাসান রুবেল, জনাব তাসলিমা আখতার, জনাব বাচ্চু ভূঁইয়া, জনাব মনির উদ্দিন পাপ্পু, জনাব জুলহাসনাইন বাবু, জনাব আরিফুল ইসলাম ও জনাব আশরাফুল আলম সোহেল; বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন এর জনাব হাসিন পারভেজ এবং জনাব এ কে এম আলমগীর খান; এমসিসিআই এর জনাব এম আবদুর রহমান; বিকেএমইএ এর জনাব শুভাশীষ পাল ও জনাব মোঃ সজিব হাসান; বিটিএমএ এর জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন, জনাব মোঃ খোরশেদ আলম ও প্রকৌশলী রাজীব হায়দার; এফবিসিসিআই এর জনাব আমজাদ হোসেন; বিদ্যুৎ গ্রাহক ও সেচ মালিক সমিতি এর জনাব মাসুদুর রহমান ও জনাব আসাদুজ্জামান; এপিএসসিএল এর জনাব মোঃ মাহফুজুল হক জনাব সাজ্জাদুর রহমান ও জনাব মহসিনা মরিয়াম; ইজিসিবি এর জনাব মোঃ ফেরদাউস ভুঁইয়া; পিজিসিবি এর জনাব মোঃ ইকবাল আজম, জনাব বজলুল মুনীর, জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, জনাব সাইফুল হক, জনাব তানভীর আহম্মদ, জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম ও জনাব শাহবুন নুর রহমান; বাপবিবো এর চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মইন উদ্দিন, জনাব অনজন কান্তি দাস, জনাব মোঃ হোসেন পাটোয়ারী ও জনাব কে এম নঈম খান; ডিপিডিসি এর জনাব বিকাশ দেওয়ান, জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিন সরকার, জনাব এটিএম হারুন-অর-রশিদ, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা ও জনাব মোঃ কুতুব-উল-আলম এবং জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ; ডেসকো এর জনাব নূর মুহম্মদ, জনাব এস এম হাবিবুর রহমান, জনাব এ কে এম মহিউদ্দিন, জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, জনাব মোঃ আলমগীর হোছাইন, জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান খান, জনাব সাজ্জাদ নাজমুল আলম, জনাব হাবিবুল হাসান চৌধুরী ও জনাব এস এম আতিকুল ইসলাম এবং ওজোপাডিকো এর জনাব রবীন্দ্রনাথ দত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক জনাব এম এম আকাশ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক ড. জেবউন্নেসা; Energy & Power পত্রিকার Contributing Editor জনাব আব্দুস সালেক সূফী, স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষগণের প্রতিনিধিগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান সূচনা বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে ক্যাব ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে তাদের শুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে দাখিল করে। পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের শুনানিতে ক্যাব তাদের শুনানি-পূর্ববর্তী মতামত উল্লেখ করে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার হ্রাসকরণের বিষয়ে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের জন্য পৃথক শুনানি অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানায়। এছাড়া, স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষগণও ক্যাবের এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক শুনানি অনুষ্ঠানের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪ (৬) এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮ মোতাবেক লাইসেন্সী ট্যারিফ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারে। কমিশন ট্যারিফ নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের যুক্তিযুক্ত তথ্য, উপাত্ত ও প্রাসঙ্গিক

বিষয়াদি বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য এ শুনানির আয়োজন করা হয়েছে, যা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার পরিবর্তনের শুনানির বর্ধিত অংশ। এ পর্যায়ে কমিশনের চেয়ারম্যান ক্যাব এর পক্ষ থেকে গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারী দলটিকে তাদের আবেদন উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

ক্যাব এর প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. শামসুল আলম আবেদন উপস্থাপনায় বলেন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বিউবো এর পাইকারি বিদ্যুৎ মুল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত প্রমাণিত হয়নি। ঐ প্রস্তাবে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২৬ পয়সা, ভর্তুকির সুদ বাবদ ২১ পয়সা, পাইকারি বিদ্যুতের দামহারে ঘাটতি ৫ পয়সা এবং মেঘনাঘাট আইপিপি ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে ডিজেল ব্যবহারে ঘাটতি ১৪ পয়সা ব্যয়হারে অন্তর্ভুক্ত না হলে ব্যয় হার ৬৬ পয়সা কম হতো। অন্যদিকে গ্রাহক পর্যায়ে ১৩২ কেভি লেভেলে বিদ্যুৎ বিক্রিতে উদ্বৃত্ত আয় ৮ পয়সা এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জ বাবদ আয় ৪ পয়সা আয়হারে অন্তর্ভুক্ত হলে আয়হার ১২ পয়সা বেশী হতো। আয়-ব্যয় সমন্বয় হলে মূল্যহার দামহার ৬ পয়সা কমানো যায়।

ক্যাব প্রতিনিধি বলেন স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বিইআরসি এর আদেশ প্রতিপালিত হলে মেঘনাঘাট আইপিপিতে গ্যাস দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো এবং ব্যয় সাশ্রয় হতো ১,৩৩২.৯৭ কোটি টাকা, গ্যাসভিত্তিক ভাড়া-দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ ৩.৩৭ টাকা দাম হারে কেনার পরিবর্তে ওই গ্যাসে সরকারি খাত উৎপাদন ক্ষমতায় ০.৮৬ টাকা জ্বালানি ব্যয়হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হতো এবং ব্যয় সাশ্রয় হতো ১,৩০১.৪১ কোটি টাকা, জ্বালানির দরপতন সমতাভিত্তিক সমন্বয় হলে ব্যয় সাশ্রয় হতো ফার্নেসওয়েলভিত্তিক বিদ্যুতে ২,১১০.৫১ কোটি টাকা এবং ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৫৬০.৯৬ কোটি টাকা। বেশি দামী ডিজেল বিদ্যুৎ কম উৎপাদন করার কৌশল গৃহিত হতো এবং সরকারি, ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো ৭৫২ কোটি টাকা। ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক করা হতো এবং নন-ফুয়েল ব্যয়হার যৌক্তিক হওয়ায় ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো ১,৭৮৫.৯৮ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো কমপক্ষে ৭,৮৪৩.৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেতো ইউনিটপ্রতি ১.৫৬ টাকা।

সিপিবি এর সভাপতি জনাব মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিইআরসি আইনসঙ্গত নয়, ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত নিবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সরকার এখাতে ভর্তুকি নয়, বরাদ্দ দিবে।

গবেষক ও কলাম লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, বিদ্যুৎ মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি। চালের দাম বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি একই। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি বৈদ্যুতিক শকের মতো। সরকারকে সাবসিডি দর্শন অনুসরণ করতে হবে কারণ, সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে।

ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় এর শিক্ষক অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বিদ্যুৎ একটি strategic পণ্য। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলে রপ্তানি খাতসমূহের competetiveness কমবে। কমিশন আইনের ৩৪ ধারা মোতাবেক কমিশন ন্যূনতম ব্যয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে না পারায় এনএলডিসি এর ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব জনগণের ওপর চাপানো ঠিক নয়।

বিপ্লবী ওয়ার্কস পার্টি এর প্রতিনিধি জনাব সাইফুল হক বলেন, বিউবো সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির অভিঘাত কয়েকগুণ।

এফবিসিসিআই এর পরিচালক জনাব আমজাদ হোসেন বলেন, সেচখাতে সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার করা যেতে পারে। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে রপ্তানি বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সিপিবি এর প্রতনিধি রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, বিশ্লেষণ না করে নতুন নতুন কোম্পানী গঠন হতে বিরত থাকতে হবে। ভর্তুকির ওপর ৩% হারে সুদ বাতিল করতে হবে। বিদ্যুৎ খাতের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

গণসংহতি আন্দোলন এর প্রতিনিধি জনাব জোনায়েদ সাকি বলেন, BMRE না করে রেন্টাল/কুইক রেন্টাল এর মাধ্যম বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বিশ্লেষণ করতে হবে। গ্যাস এবং ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে জোর দিতে হবে। তিনি বলেন আইন মতোবেক তরল জ্বালানির মূল্য বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারণ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি বলেন বিদ্যুতের মূল্যহার বাড়লে সিএনজি এর মূল্যহার বাড়বে। এতে জন জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বাড়বে।

স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন বলেন, এ শুনানি জনগণের দাবীর পক্ষে শুনানি। বিউবো-কে তার মান ধরে রাখতে হবে। ভর্তুকির ওপর সুদ কোনোভাবেই কাম্য নয়।

ইউএনবি এর প্রতিনিধি জনাব সদরুল হাসান বলেন বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল এর চুক্তিসমূহ ভালোভাবে মনিটরিং করতে হবে।

কমিউনিস্ট লীগ এর প্রতিনিধি জনাব নজরুল ইসলাম বলেন, বিইআরসি নির্দেশ অমান্য করে ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে ডিজেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি তদন্ত করে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৬.৮ কমিশনের চেয়ারম্যান স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের গণশুনানি পরবর্তী কোনো মতামত থাকলে তা ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানান।

৭. **শুনানি-পরবর্তী মতামত**

৭.১ বিউবো শুনানি-পরবর্তী মতামতে উল্লেখ করে যে, কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি এর মূল্যায়নে মেঘনাঘাট ৩০৫ মেগাওয়াট প্ল্যান্ট ডিজেল ব্যবহারের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত না করে ফার্নেস অয়েলকে বিবেচনা করা হয়েছে; বাজেটারি সার্পোটের জন্য সরকার হতে গৃহিত ঋণের উপর সুদ ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি; নওপাজেকো এর খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর কম দেখিয়ে ডিজেল ব্যয় কম বিবেচনা করা হয়েছে; সরাসরি আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েলের বর্তমান মূল্য লিটারপ্রতি ৩৩ টাকার স্থলে ৩০ টাকা বিবেচনা করা হয়েছে। বর্ণিত ব্যয়সমূহ বিউবো কর্তৃক পরিশোধ করতে হয় বিধায় প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে ট্যারিফ নির্ধারণ হওয়া আবশ্যক মর্মে বিউবো তাদের মতামতে উল্লেখ করে।

৭.২ ক্যাব বিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের ওপর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে এবং বিদ্যুতের মূল্যহার কমানোর জন্য ক্যাব এর আবেদনের ওপর ৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানির বিষয়ে শুনানি-পরবর্তী মতামত ১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে পৃথকভাবে কমিশনে দাখিল করে।

বিউবো এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানির বিষয়ে শুনানি পররবর্তী মতামতে ক্যাব বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করে।

ক্যাব জানায় বিইআরসি এর কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক গণশুনানিতে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চাহিদা হারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল বাবদ ১৩.৫০ পয়সা এবং মেঘনাঘাট আইপিপির বিদ্যুতে তেলের দরপতন সমন্বয় না হওয়া বাবদ ৫ পয়সাসহ মোট ১৮.৫০ পয়সা। গ্রাহক পর্যায়ে ১৩২ কেভি লেভেলে বিদ্যুৎ বিক্রয়ে উদ্বৃত্ত আয়হার ৮ পয়সা এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জ বাবদ ৪ পয়সাসহ মোট ১২ পয়সা আয়হারে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া অযৌক্তিক।

বেশী দামে বিদ্যুৎ কিনে কমদামে প্রান্তিক গ্রাহকদের নিকট বিক্রি করায় মূল্যহার বৃদ্ধি না হলে চলতি অর্থবছরে বিতরণ ইউটিলিটিগুলোর ঘাটতি হবে ৩,০৪৬ কোটি টাকা। এ ঘাটতি সমন্বয়ে সরকারি অনুদান পাওয়া গেলে ক্রস সাবসিডি ও সরকারি সাবসিডি ছাড়াই উক্ত ঘাটতি ১,৫৭৩ কোটি টাকা সমন্বয় হবে এবং উদ্বৃত্ত রাজস্ব ১,৪৭৪ কোটি টাকা গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহারে সমন্বয় করে বিদ্যুতের দাম কমপক্ষে ২৪ পয়সা কমানো সম্ভব হবে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডের অর্থে বিউবো এর না-লাভ না-ক্ষতি নীতিতে স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে মর্মে ক্যাব হতে মতামত পাওয়া যায়।

স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো অনুমোদিত পরিকল্পনা না থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে

ব্যক্তিখাতকে তরল জ্বালানির দরপতন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু সরকারি খাতে তা দেয়া হয়নি। একই সাথে কমিশনের পরিবর্তে ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে জ্বালানি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেশি মূল্যের তরল জ্বালানিতে সরকারি খাত বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অযৌক্তিক উৎপাদন ব্যয় যৌক্তিক করা হলে মূল্যহার বৃদ্ধির পরিবর্তে কমানো যেতো মর্মে ক্যাব মতামত পেশ করেছে। আলোচ্য প্রেক্ষাপটে ক্যাবের পক্ষ থেকে নিম্নরূপ সুপারিশ কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়ঃ

সেচ ও প্রান্তিক আবাসিক গ্রাহকদের স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের সরকারি নীতি বাস্তবায়নের কারণে বিতরণ ইউলিটিসমূহের চলতি অর্থবছরে আর্থিক ক্ষতি ৩,০৪৬ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত) সমন্বয় হবে সরকারি অনুদানের মাধ্যমে। এ অনুদানে 'প্রান্তিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সুরক্ষা তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠিত হতে পারে। এ তহবিলের উদ্বৃত্ত রাজস্ব ১,৪৭৩ কোটি টাকাসহ ক্রস সাবসিডি'র অর্থও জমা হতে পারে।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ভর্তুকি/ঋণ রহিত হবে। তদস্থলে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডের অর্থ অনুদান হিসাবে বিউবো এর মধ্যমে স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ হবে।

বিদ্যুৎ বিলের সাথে ভোক্তাগণ বিলের ৫.১৭ শতাংশ হারে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে যে অর্থ অনুদান হিসেবে দিয়ে আসছে, তা অব্যাহত থাকবে।

সরকারি অনুদানে 'প্রান্তিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সুরক্ষা তহবিল' গঠনের প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা যায়।

বিতরণে সিস্টেম লস নিরূপণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৩২ থেকে উচ্চতর কেভি লেভেল গ্রাহকদের একক বিদ্যুৎ ক্রেতা বিউবো এর অধীনে রাখা যেতে পারে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অনুরূপ বিদ্যুৎ উন্নয়ন ফান্ডের কার্যকারিতাও ফলপ্রসূ হয়নি। তাই স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিউবো-কে এ ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগের একটি স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা ৩ মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট পেশ করা যেতে পারে।

কমিশনের আদেশ ও নির্দেশনা প্রতিপালনে বিউবো এর পারফর্মেন্স সন্তোষজনক নয়। ইতোপূর্বে প্রদত্ত কমিশনের আদেশ ও নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য বিউবো-কে ৬ মাস সময় দেয়া যায়। উক্ত সময়ে বিউবো এর পারফর্মেন্স সন্তোষজনক হলে ন্যূনতম রেট অব রিটার্ণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যায় এবং পারফর্মেন্স সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এনএলডিসি এর কার্যকারিতা আরো অধিক অর্থবহ করার লক্ষ্যে এনএলডিসি এর বিরুদ্ধে গণশুনানিতে উপস্থাপিত অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য পক্ষগণের দুই জন প্রতিনিধিসহ ৫ সদস্যের একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

বিউবো এর বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর ৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত গণশুনানির বিষয়ে শুনানি পররবর্তী মতামতে ক্যাব স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব মর্মে উল্লেখ করে।

ক্যাব জানায় স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বিইআরসি এর আদেশ প্রতিপালিত হলে গ্যাসভিত্তিক ভাড়া-দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ ৩.৩৭ টাকা মূল্যহারে কেনার পরিবর্তে ঐ গ্যাসে সরকারি খাত উৎপাদনক্ষমতায় শুধুমাত্র ০.৮৬ টাকা জ্বালানি ব্যয়হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো এবং ব্যয় সাশ্রয় হতো ১,৩০১.৪১ কোটি টাকা। ডিজেলের পরিবর্তে গ্যাসে মেঘনাঘাট আইপিপিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো এবং ব্যয় সাশ্রয় হতো ১,৩৩২.৯৭ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির দরপতন সমতাভিত্তিক সমন্বয় হলে ব্যয় সাশ্রয় হতো ফার্নেসওয়েলভিত্তিক বিদ্যুতে ২,১১০.৫১ কোটি টাকা এবং ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুতে ৫৬০.৯৬ কোটি টাকা। বেশী দামি ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কম উৎপাদন করার কৌশল গৃহিত হতো এবং সরকারি ও ভাড়া–দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় সাশ্রয় হতো ৭৫২.০০ কোটি টাকা। ভাড়া–দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক করা হতো। ফলে নন-ফুয়েল ব্যয়হার যৌক্তিক হওয়ায় ফার্নেসওয়েল ও ডিজেল বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো ১,৭৮৫.৯৮ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো কমপক্ষে ৭,৮৪৩.৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়হার হ্রাস হতো ১.৫৬ টাকা।

ক্যাব উল্লেখ করে যে, গণশুনানিতে প্রতীয়মান হয়েছে স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল গ্রহণ না-করায় স্বল্পতম ব্যয়ে কম এবং অধিকতর ব্যয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে, ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্যাপাসিটি পেমেন্টহার অযৌক্তিক হওয়ায় নন-ফুয়েল ব্যয়হার অত্যধিক বিধায় উৎপাদন ব্যয় বেশি, তরল জ্বালানির দরপতন সমন্বয় যৌক্তিক ও সমতাভিত্তিক না হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় অত্যাধিক এবং উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার অসমতার শিকার হওয়ায় উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে চলতি অর্থবছরে উৎপাদন ব্যয় অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি হবে ৭,৮৪৪ কোটি টাকা। এ অযৌক্তিক ব্যয় বৃদ্ধিজনিত অর্থ ৭,৮৪৪ কোটি টাকা পাইকারি মূল্যহারে সমন্বয় করে গ্রাহক পর্যায়ে খুচরা বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির পরিবর্তে পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার ১.৫৬ টাকা কমানোর জন্য গণশুনানিতে ক্যাব প্রস্তাব করে। এছাড়া ক্যাবের পক্ষ থেকে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়।

৮. কমিশনের পর্যালোচনা

৮.১ শুনানি এবং শুনানি পরবর্তী মতামতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের হিসাবের ভিত্তিতে ৭,৮৪৪ কোটি টাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মতামত অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ইউনিট প্রতি ১.৫৬ টাকা হ্রাস করা সম্ভব। এ সাশ্রয়ের মধ্যে-

ক) তেলের দরপতন সমন্বয় থেকে ২,৬৭২ কোটি টাকা;

খ) মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট আইপিপি গ্যাস দ্বারা চালানো হলে ১,৩৩৩ কোটি টাকা;

গ) গ্যাসভিত্তিক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি না করে সরকারি খাতের বসে থাকা (Idle) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা হলে ১,৩০১ কোটি টাকা;

ঘ) ডিজেলভিত্তিক খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট এবং ২৪৩ মেগাওয়াট রেন্টাল প্ল্যান্ট এর প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ১৪% হলে ৭৫২ কোটি টাকা; এবং

ঙ) গ্যাস, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলভিত্তিক রেন্টাল প্ল্যান্টসমূহের ক্যাপাসিটি চার্জ থেকে ১,৭৮৬ কোটি টাকা।

তেলের দরপতন সমন্বয়ে গণশুনানিতে উল্লেখিত হিসাব মোতাবেক সাশ্রয়ের পরিমাণ ২,৬৭২ কোটি টাকা। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার দরে লিটারপ্রতি ফার্নেস অয়েল ৩২ টাকা এবং ডিজেল ৫০ টাকা বিবেচনায় তেলের দরপতন সমন্বয়ে প্রকৃতপক্ষে সাশ্রয় হতে পারত ১,৭০০ কোটি টাকা। কিন্তু বাজার দর অনুযায়ী তেলের মুল্য নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো এর উল্লেখিত সাশ্রয় সম্ভব নয়।

মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস দ্বারা পরিচালনা করা হলে উল্লেখিত ১,৩৩৩ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিউবো জানায় যে, বিদ্যমান গ্যাস সংকটের প্রেক্ষাপটে বাধ্য হয়ে লোডশেডিং পরিহারের জন্য জ্বালানি তেল ব্যবহার করে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালাতে হচ্ছে। গ্যাস সংকট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত উল্লেখিত সাশ্রয় সম্ভব নয়। কমিশন মনে করে আগামীতে এলএনজি আমদানির পর উক্ত কেন্দ্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ করা আবশ্যক।

রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস সরকারি খাতের বসে থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (রাউজান ৪২০ মেগাওয়াট, শিকলবাহা ২২৫ মেগাওয়াট, চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট, টঙ্গি ৮০ মেগাওয়াট) স্থানান্তর করা বর্তমান গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে সম্ভব নয়। বেজ লোড বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ সিস্টেমে সংযোজনের সাথে সমন্বয় করে গ্যাসভিত্তিক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধ (phase-out) করা যেতে পারে।

উল্লেখিত ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টসমূহের মধ্যে কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্টও রয়েছে যা কারিগরি কারণে ন্যূনতম লোডিং সীমার নিচে চালানো যায়না। অপরদিকে প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর কমানো হলে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হবে যা গ্যাস সংকটের কারণে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের মাধ্যমে পূরণ করা বাস্তবসম্মত নয়। তবে মেরিট অর্ডার ডিচপ্যাচ যথাযথভাবে অনুসরণ করা গেলে বেশী দামি জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর যথানিয়মে কমে যাবে। এক্ষেত্রে মেরিট অর্ডার ডিচপ্যাচ যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

রেন্টাল ও ক্যুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ প্ল্যান্টসমূহের ক্যাপাসিটি পেমেন্ট বিষয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায়, রেন্টাল এবং সরকারি খাতের অতি পুরাতন (যাদের অবচয় পরবর্তী ক্যাপাসিটি কস্ট খুবই কম) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি কস্ট এর মধ্যে তুলনা করা সঠিক নয়। উল্লেখ্য যে, চুক্তি করার সময় ক্যাপাসিটি কস্ট নির্ধারণ করা হয়, যা সমন্বয় করা যায় না।

কমিশন মনে করে যে, Least Cost Generation Expansion Plan এর ভিত্তিতে সঠিকভাবে বেজ, ইন্টারমিডিয়েট ও পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ করা, স্বল্প মূল্যের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং Merit Order Dispatch Principle অনুসরণ করার মাধ্যমে শুধু ক্যাপাসিটি কস্ট নয় জ্বালানিসহ সকল কস্ট যৌক্তিক করা আবশ্যক।

বর্তমান অবস্থায় তরল জ্বালানির দরপতন সমন্বয় বিবেচনায় বিদ্যুত্যের পাইকারি মূল্যহার সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার কর্তৃক অনুদান প্রদান আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৮.২ শুনানিতে বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে অর্থ জমার বিদ্যমান হার বহাল রাখার প্রস্তাব এসেছে। এ হার অপরিবর্তিত রাখলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়ের ওপর চাপ বাড়বে। তাই ভোক্তা স্বার্থে ফান্ড সৃষ্টিকালীন ইউনিটপ্রতি জমার পরিমাণ বিবেচনায় ১৫ পয়সা হার নির্ধারণ করা যায়।

৮.৩ শুনানিতে আলোচনায় এসেছে যে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৫ সালে নির্ধারিত পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার গড়ে যেখানে ৪.৯০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হয়েছিল তা বর্তমানে ০.০৬ টাকা/কি.ও.ঘ. কমে ৪.৮৪ টাকা/কি.ও.ঘ. দাঁড়িয়েছে।

৮.৪ পবিস কর্তৃক পিক অফপিক মিটার চালু থাকলে সান্ধ্যকালিন পিক ডিমান্ড হ্রাস পেত এবং এর ফলে পিক আওয়ারে কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হতো মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্টের স্বার্থে বাপবিবোসহ সকল বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানীসমূহের বৃহৎ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে পিক-অফপিক মিটার বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৮.৫ বাপবিবো এবং ডেসকো কর্তৃক ১৩২ কেভি লেভেলে পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয় বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রীড নিরাপত্তা, স্ট্যাবিলিটি ও সক্ষমতা বিবেচনায় গ্রীড থেকে

ডেলিভারি পয়েন্ট নির্ধারণপূর্বক বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক ১৩২ কেভি লেভেলে পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয় যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৮.৬ গণশুনানিতে বিদ্যুতের একক ক্রেতার মাধ্যমে গ্রীড থেকে সরাসরি ১৩২ কেভি এবং তদুর্ধ্ব ভোল্টেজ লেভেলের গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাব এসেছে। বিষয়টি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

৮.৭ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো এর সাথে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে। সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক বিদ্যুতের একক ক্রেতার সাথে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৮.৮ পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহারে সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ সরকার কর্তৃক অনুদান হিসাবে প্রদানের বিষয়ে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। কমিশন কর্তৃক পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণে অদ্যাবধি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ ভর্তুকি হিসাবে বিবেচনা করে আসছে এবং এ অর্থের ওপর কোনো সুদ পাইকারি মূল্যহার নির্ধারণে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। পাইকারি মূল্যহারের ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার কর্তৃক বিউবোকে অনুদান হিসাবে প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যায়।

৮.৯ এলএনজি আমদানি উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেঘনাঘাটসহ ডুয়াল-ফুয়েল প্ল্যান্টসমূহে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার বক্তব্য এসেছে। এ বিষয়ে বিউবো এবং পেট্রোবাংলা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.১০ বিউবো কর্তৃক বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর ওপর পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জ বাবদ আরোপকৃত অর্থ অন্যান্য আয়ে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি গণশুনানিতে উপস্থাপিত হয়েছে। পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জ বাবদ আরোপকৃত অর্থ বিউবো এর অন্যান্য আয়ে অন্তর্ভুক্ত নেই মর্মে বিউবো জানিয়েছে। এমতাবস্থায়, পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জ আরোপের পদ্ধতি পরিবর্তন বিবেচনায় পাওয়ার ফ্যাক্টর বাবদ প্রাপ্ত সারচার্জ বিউবো এর অন্যান্য পরিচালন আয়ে অর্ন্তভুক্ত করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৮.১১ গণশুনানিতে এনএলডিসি কর্তৃক সঠিকভাবে মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ প্রিন্সিপ্যাল অনুসরণ না করার বক্তব্য এসেছে। মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ পাইকারি মূল্যহারের উপর প্রভাব রাখে বিধায় মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ প্রিন্সিপ্যাল অনুসরণের বাধ্যবাধকতা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৮.১২ সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলের জন্য বেশ কিছু তরল জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফ্রি-গভর্নর মোড অব অপারেশনে পরিচালনা করা হচ্ছে গণশুনানিতে এমন বক্তব্য এসেছে। এ ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে তরল জ্বালানি নির্ভর কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট পরিহার করে গ্যাসভিত্তিক সিম্পল সাইকেল প্ল্যান্ট নির্বাচন করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়।

৮.১৩ ৮০'র দশকে স্থাপিত বিউবো এর মালিকানাধীন ১৪০ মে.ও. ডিজেলভিত্তিক ৪টি গ্যাস টারবাইন প্ল্যান্টের (ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট, সৈয়দপুর ২০ মেগাওয়াট, রংপুর ২০ মেগাওয়াট এবং বরিশাল গ্যাস টারবাইন ৪০ মেগাওয়াট) ইকনোমিক লাইফ বহু পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে এগুলোর গড় ব্যয় ইউনিটপ্রতি ৩৭.৪৮ টাকা। জ্বালানি ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে অদক্ষ এসকল প্ল্যান্টসমূহকে অতিসত্বর অবসরে পাঠানো এবং এসকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জনবলকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৮.১৪ বিউবো এর অবচয় খাতে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অর্থের পরিমাণ ১৫৬,০২৬ মিলিয়ন টাকা। এই অর্থ পৃথক ফান্ডে জমা রাখার সমর্থনে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কোনো তথ্য নেই। অবচয়ের অর্থ পৃথক ফান্ডে স্থানান্তর যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৮.১৫ বিউবো এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরকালীন পেনশন তহবিল এবং জিপিএফ সুবিধাদি পরিশোধকল্পে তহবিলসমূহে জমাকৃত অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে হস্তান্তর যৌক্তিক বিবেচনা করা যায়।

৮.১৬ বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ পদ্ধতি মোতাবেক বিউবো এর রেট বেজের ওপর রিটার্ন (আংশিক), বিউবো এর নিজস্ব জ্বালানি ব্যয় নিরূপণ, জনবল, অফিস এবং প্রশাসনিক ব্যয় খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয়ের চেয়ে ৫% অধিক ব্যয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রকৃত ব্যয় এবং বিউবো এর প্রস্তাবিত ব্যয়ের প্রাক্কলন, পুনর্মূল্যায়িত সম্পদের ওপর ধার্যকৃত অবচয় বাদ দিয়ে এবং শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্টের সংযোজিত সম্পদের ওপর ছয় মাসের অবচয় বিবেচনা করে অবচয় খাতে ব্যয় প্রাক্কলন বিবেচনা করা যায়।

বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা নিরূপণের ক্ষেত্রে মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ প্রিন্সিপ্যাল এবং গ্যাসের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রাক্কলন যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

তরল জ্বালানি চালিত প্ল্যান্টের গড় প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর ৩৮%, সরাসরি আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েলের ক্ষেত্রে জুন/২০১৭ থেকে আগস্ট/২০১৭ মাসে লিটারপ্রতি প্রকৃত মূল্য এবং সেপ্টেম্বর/২০১৭ মাসের অন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বিবেচনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য সরাসরি আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েলের মূল্য লিটারপ্রতি ৩২ টাকা, ভারত থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের ব্যয় যাচাই বর্ষের অনুরূপ এবং ইউনিটপ্রতি ০.১৫ টাকা বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে সংস্থান বিবেচনা করা যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন সারচার্জ অন্যান পরিচালন আয় খাতে অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

৯.০ একক ক্রেতা হিসাবে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা

৯.১ বিউবো এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত/তথ্য এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্রয়ের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপ ধার্য করা হয়ঃ

নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ক্রয়ের প্রাক্কলন

ক্রমিক নং	বিবরণ	নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয় (মিলিয়ন ইউনিট)
১	বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন	১৪,৯১৪
২	এপিএসসিএল থেকে ক্রয়	৭,১২০
৩	ইজিসিবি থেকে ক্রয়	৩,২৭১
৪	হরিপুর-এসবিইউ থেকে ক্রয়	১৬৪
৫	নওপাজেকো থেকে ক্রয়	৩,৯৭৭
৬	আরপিসিএল থেকে ক্রয়	২১১
৭	বিউবো-আরপিসিএল (জেভি) থেকে ক্রয়	৩৯৬
৮	আইপিপি থেকে ক্রয়	১৭,৬৪৮
৯	এসআইপিপি থেকে ক্রয়	৬০৮
১০	রেন্টাল থেকে ক্রয়	২,২৫১
১১	ক্যুইক রেন্টাল থেকে ক্রয়	৫,৪৬১
১২	ভারত থেকে আমদানি/ক্রয়	৫,০০০
১৩	**মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন**	**৬১,০২১**
১৪	**পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ**	**৫,৬৭৩**
১৫	**পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধির হার (%)**	**১০.২৫%**
১৬	**সঞ্চালন লস (%)**	**২.৭০%**
১৭	**মোট নীট বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ**	**৫৯,৩৭৩**

প্রাক্কলিত রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
	বিউবো এর নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় ঃ	
১	জনবল	৬,৫৭৯
২	অফিস ও অন্যান্য	৩৮৯
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩,৫৫০
৪	প্রশাসনিক ও সাধারণ	২,৯৩৬
৫	প্রভিশন ফর অ্যাসেট ইন্স্যুরেন্স	১২
৬	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধি	৫০০
৭	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (১+২+৩+৪+৫+৬)**	**১৩,৯৬৬**
৮	**রিটার্ন অন রেট বেজ**	**৭,২৮১**
৯	**অবচয়**	**১১,৪১২**
১০	**ফুয়েল কস্ট**	**৩৮,৪৭৮**
১১	**বিউবো এর মোট নিজস্ব উৎপাদন ব্যয় (৭+৮+৯+১০)**	**৭১,১৩৭**
১২	**(বিয়োগ) অন্যান্য পরিচালন আয়**	**-৮,৬০০**
১৩	**বিউবো এর নিজস্ব নীট উৎপাদন ব্যয় (১১-১২)**	**৬২,৫৩৭**
	বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ঃ	
১৪	এপিএসসিএল থেকে ক্রয়	২১,৩৫২
১৫	ইজিসিবি থেকে ক্রয়	১১,৮৮৯
১৬	হরিপুর-এসবিইউ থেকে ক্রয়	৬২৭
১৭	নওপাজেকো থেকে ক্রয়	২৩,৯৫৭
১৮	আরপিসিএল থেকে ক্রয়	২,৭৫৯
১৯	বিউবো-আরপিসিএল (জেভি) থেকে ক্রয়	৬,১১২
২০	আইপিপি থেকে ক্রয়	৯৫,৩৩৯
২১	এসআইপিপি থেকে ক্রয়	১,৫৩৩
২২	রেন্টাল থেকে ক্রয়	৮,৭৯৭
২৩	ক্যুইক রেন্টাল থেকে ক্রয়	৫০,৮১৮
২৪	ভারত থেকে আমদানি/ক্রয়	২৮,৫৪৯
২৫	**মোট বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় (১৪+.....+২৪)**	**২,৫১,৭৩২**
২৬	**মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয় ব্যয় (১৩+২৫)**	**৩,১৪,২৬৯**
২৭	**বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড**	**৮,৯০৮**
২৮	**নীট রাজস্ব চাহিদা (২৬+২৭)**	**৩,২৩,১৭৭**

৯.২ বিউবো এর নীট রাজস্ব চাহিদা ৩,২৩,১৭৭ মিলিয়ন টাকা বা ৫.৪৪ টাকা/কি.ও.ঘ। বিদ্যমান পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার ৪.৮৪ টাকা/কি.ও.ঘ.। ঘাটতি ৩৫,৬২৪ মিলিয়ন টাকা ০.৬০ টাকা/কি.ও.ঘ.।

১০.০ **মূল্যহার আদেশ**

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ প্রদান করছে যে-

১০.১ বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার নির্ধারণে বিউবো এর রাজস্ব চাহিদা ৩২,৩১৮ কোটি টাকায় স্থির করা হলো। বছরে ৩,৬০০ কোটি টাকা সরকারি অনুদান বিবেচনায় বিউবো এর বর্তমান গড় পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার ৪.৮৪ টাকা/কি.ও.ঘ অপরিবর্তিত রাখা হলো।

১০.২ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের বিতরণ ব্যয়ের ভিন্নতা বিবেচনায় বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের পাইকারি মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ করা হলো। পুনর্নির্ধারিত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার এবং শর্তাবলী এ আদেশের অংশ হিসেবে **পরিশিষ্ট-'ক'** এ সংযুক্ত করা হলো।

১০.৩ গ্রাহক পর্যায়ে মূল্যহার সহনীয় রাখার লক্ষ্যে পাইকারি পর্যায়ে বিউবো এর প্রকৃত সরবরাহ ব্যয় ৫.৪৪ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং নির্ধারিত পাইকারি মূল্যহার ৪.৮৪ টাকা/কি.ও.ঘ. এর মধ্যকার ব্যবধান ০.৬০ টাকা/কি.ও.ঘ সরকার কর্তৃক বিউবো-কে অনুদান (grant) হিসাবে প্রদান করা প্রয়োজন। বিউবো বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের নিকট মাসভিত্তিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে ০.৬০ টাকা/কি.ও.ঘ. হিসাবে অনুদান প্রদানের জন্য সরকারের নিকট চাহিদা প্রেরণ করবে।

১০.৪ সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে (যথা-গ্যাস সরবরাহের পুনর্বিন্যাস) মেরিট অর্ডার অনুযায়ী বিদ্যুৎ ডিসপ্যাচ করা সম্ভব না হলে যে বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় হবে তা সরকার কর্তৃক বিউবো-কে অতিরিক্ত অনুদান হিসাবে প্রদানের প্রয়োজন হবে।

১০.৫ বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ডে ইউনিটপ্রতি ০.১৫ টাকা হারে অর্থ জমা হবে।

১০.৬ বিলম্বে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর ক্ষেত্রে মাসে ১% (এক শতাংশ) সরল সুদে বিলম্ব মাশুল প্রযোজ্য হবে।

১০.৭ পুনর্নির্ধারিত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত শর্তাবলী বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে।

১১. **নির্দেশনা**

১১.১ বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩২ মোতাবেক কমিশনের পূর্বসম্মতি ব্যতিত বিউবো, ক্রয় বা অন্য কোনভাবে আন্ডারটেকিং অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহের কোনো স্থাপনা বা অংশবিশেষ অর্জন করিবে না এবং তার কোনো আন্ডারটেকিং বা উহার কোনো অংশ বিক্রয়, বন্ধক, লীজ, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করবে না।

১১.২ বিউবো Least Cost Generation Expansion Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

১১.৩ বিউবো বিদ্যুতের একক ক্রেতার আওতায় নিয়মিতভাবে এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোজন হওয়া মাত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মেরিট অর্ডার হালনাগাদ করে তা বাস্তবায়নের জন্য এনএলডিসি বরাবর প্রেরণ করবে। এনএলডিসি একক ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত মেরিট অর্ডার অনুসরণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যে সমন্বয় করবে। বিউবো মেরিট অর্ডার বাস্তবায়ন বিষয়ে বিউবো, পিজিসিবি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কারিগরি টিম দ্বারা নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা নিবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

১১.৪ এলএনজি আমদানির পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেঘনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে বিউবো এবং পেট্রোবাংলা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.৫ বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ-কে বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্ট নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের একক ক্রেতার নিকট গ্রীড নোডাল পয়েন্ট ও সম্ভাব্য লোড উল্লেখপূর্বক আবেদন করতে হবে। বিদ্যুতের একক ক্রেতা উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীড অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর সাথে ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে কারিগরি দিক বিবেচনায় সরবরাহ পয়েন্ট নির্ধারণ করবে। বিদ্যুতের একক ক্রেতার অনুমতি ব্যতিরেকে সরবরাহ পয়েন্ট পরিবর্তন করা যাবে না।

১১.৬ বিউবো পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি), ২০১৬ এর গাইডলাইন অনুসারে পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করবে।

১১.৭ বিউবো তেলের প্রকৃত আর্ন্তজাতিক বাজারমূল্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

১১.৮ বিউবো আগামী ৩০ জুন ২০১৮ এর মধ্যে বিউবো এর মালিকানাধীন ১৪০ মেগাওয়াট ডিজেলভিত্তিক ৪টি প্ল্যান্ট (ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট, সৈয়দপুর ২০ মেগাওয়াট, রংপুর ২০ মেগাওয়াট এবং বরিশাল গ্যাস টারবাইন ৪০ মেগাওয়াট) অবসরে (retirement) পাঠাবে এবং উক্ত প্ল্যান্টসমূহের বর্তমান জনবলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

১১.৯ বিউবো প্রতিবছর তার মালিকানাধীন (অধীনস্ত উৎপাদন কোম্পানীসহ) সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের অক্সিলিয়ারি কনজাম্পশন কারিগরিভাবে উপযুক্ত পর্যায়ে নামিয়ে আনাসহ এনার্জি অডিট সম্পাদন করতঃ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করবে।

১১.১০ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সঞ্চালন সিস্টেমের সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিউবো তার বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে পিজিসিবি এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে এবং এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

১১.১১ বিউবো বিদুতের একক ক্রেতা হিসাবে সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর সাথে আগামী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করবে।

১১.১২ অবচয়খাতে সংগৃহিত অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা/স্থানান্তর করতে হবে। এতদ্বিষয়ে হালনাগাদ অবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে (৩১ মার্চ এবং ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে) কমিশনে দাখিল করতে হবে।

১১.১৩ বিউবো এর কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক জমাকৃত এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য দেয় জিপিএফ এবং পেনশন খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ নিয়মিতভাবে ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তর করবে।

১১.১৪ বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদন অংশে তার মালিকানাধীন সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে। উক্ত ফিক্সড অ্যাসেট রেজিষ্টারে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, কস্ট, সংযোজন, ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

পরিশিষ্ট-'ক'

পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার

	বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ	পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার (টাকা/কি.ও.ঘ.)
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিতরণ অঞ্চলসমূহ	
	২৩০ কেভি	৫.৩৫০
	১৩২ কেভি	৫.৪০০
	৩৩ কেভি	৫.৪৫০
২	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	
	১৩২ কেভি	৪.০০৭
	৩৩ কেভি	৪.০৫৭
৩	ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৫.৮৭৮
	৩৩ কেভি	৫.৯২৮
৪	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৬.০১৬
	৩৩ কেভি	৬.০৬৬
৫	ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৪.৭৮৪
	৩৩ কেভি	৪.৮৩৪
৬	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড	
	১৩২ কেভি	৪.৪৪৮
	৩৩ কেভি	৪.৪৯৮

শর্তাবলীঃ

১। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের ১৩২ ও ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে (Delivery Point) মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯০ এর কম রেকর্ড হলে নিম্নোক্ত হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবেঃ

ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৯০ থেকে পিএফ ০.৮৮ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কমের জন্য এনার্জি চার্জের ০.৫০ শতাংশ হারে সারচার্জ।

খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৮৮ থেকে পিএফ ০.৮০ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কমের জন্য এনার্জি চার্জের ১.০০ শতাংশ হারে সারচার্জ।

গ) বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৮০ থেকে পিএফ ০.৭৫ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কমের জন্য এনার্জি চার্জের ১.৫০ শতাংশ হারে সারচার্জ।

২। বিলম্বে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর ক্ষেত্রে মাসে ১% (এক শতাংশ) সরল সুদে বিলম্ব মাশুল প্রযোজ্য হবে।

৩। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের জন্য রেয়াতি হারে পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-কে ধার্যকৃত এই পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহারে বিল করবে। রেয়াতি সুবিধা বণ্টনের লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের আর্থিক, ভৌগোলিক ও অন্যান্য প্রেক্ষিত বিবেচনা করে কমিশন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহকে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা বিবেচনায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রত্যেক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নীট রাজস্ব চাহিদা নিরূপণপূর্বক প্রত্যেক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ভিন্ন ভিন্ন পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার স্থির করবে। অর্থবছর শেষে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় স্থিরকৃত পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার পুনঃস্থির (refix) করা যাবে।

৪। পুনর্নির্ধারিত পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত শর্তাবলী বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান